

💵 মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নাম্বারঃ ৩৪৪

মুসনাদে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) [উমারের বর্ণিত হাদীস] (مسند عمر بن الخطاب)

আরবী

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيَاضًا الْأَشْعَرِيَّ، قَالَ: شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ، وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمْرَاءَ: أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَابْنُ حَسَنَةَ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعِيَاضٌ _ وَلَيْسَ عِيَاضٌ هَذَا بِالَّذِي حَدَّثَ سِمَاكًا _ قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ. قَالَ: فَكَتَبْنَا إِلَيْهَ إِنَّهُ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا اللهُ عَلَى مَنْ الْمَوْتُ، وَاسْتَمْدُونِي، وَإِنِّي أَدُلُكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَعَنُ نَصْرًا وَأَحْضَرُ جُنْدًا: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَاسْتَنْصِرُوهُ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَوَ أَعَنُ نَصْرًا وَأَحْضَرُ جُنْدًا: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَاسْتَنْصِرُوهُ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي أَقَلَ مِنْ عِدَّرَكُمْ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا فَقَاتِلُوهُمْ، وَلا وَسَلَّمَ قَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي أَقَلَ مُنْ عُرَّ وَجَلَّ، فَالْأَنُهُمْ أَرْبَعَ فَرَاسِخَ، قَالَ: وَأَصَبُنَا أَمُوالًا، وَسَلَّمَ قَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي أَقَلَ مُنْ مُونَاهُمْ، وَقَتَلْنَاهُمْ أَرْبَعَ فَرَاسِخَ، قَالَ: وَأَصَبُنَا أَمُولُلًا، فَتَشَاوَرُوا، فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِيَاضٌ أَنْ نُعْطِي عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَشْرَةً قَالَ: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة عَنْ مُنَ يُرَاهِنِي وَقَالَ شَابَةُ وَقَالَ شَابُّ وَلَا إِنْ لَمْ تَغْضَبَبْ. قَالَ: فَسَبَقَهُ ، فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَيْ أَبِي عُبَيْدَة مَنْ وَقُولُ وَهُو خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِي

إسناده حسن، سماك _ وهو ابن حرب _ من رجال مسلم، وكذا عياض وهو ابن عمرو الأشعري، وهو مختلف في صحبته، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين وأخرجه ابن أبي شيبة 13 / 34 _ 35، وابن حبان (4766) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد

قوله: "جاش إلينا الموت "، أي: تدفّق وفاض. والعقيصة: الشعر المقصوص، وهو نحو مِن المضفور. وتنقزان، أي: تهتزان وتثبان من شدة العَدْو والجري

বাংলা



৩৪৪। সিমাক বলেন, আমি ইয়াদ আল-আশয়ারীকে বলতে শুনেছি, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। তখন আমাদের পাঁচজন সেনাপতি ছিল, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, ইয়ায়ীদ বিন আবু সুফিয়ান, ইবনু হাসানাহ, খালিদ বিন ওয়ালীদ, ও ইয়াদ। ইনি এই ইয়াদ নন, য়িনি সিমাককে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উমার (রাঃ) বলেছিলেন, য়ৢদ্ধ যখন হবে তখন আবু উবাইদা তোমাদের সেনাপতি হবে। আমরা তাকে লিখলাম, আমরা ব্যাপক মৃত্যুর হুমকির সম্মুখীন। আমরা তার কাছে সাহায্য চাইলাম। তিনি জবাবে লিখলেন, তোমরা সাহায্য চেয়ে যে চিঠি লিখেছ, তা আমার কাছে পৌছেছে। আমি তোমাদেরকে সেই সন্তার দিকে পথনির্দেশ করছি য়িনি সবচেয়ে বেশি পরাক্রমশালী সাহায্যকারী ও সবচেয়ে বেশি সেনাবাহিনী সমাবেশকারী। তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ। তার কাছেই তোমরা সাহায্য চাও।

কেননা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাভ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে তোমাদের চেয়েও কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আল্লাহর সাহায্য পেয়েছিলেন। আমার এই চিঠি যখন তোমাদের নিকট পৌছবে, তখন শক্র সেনার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে এবং আমার নিকট পুনরায় আর ধর্ণা দেবেনা। ইয়াদ বলেন, এরপর আমরা আক্রমণ চালিয়ে শক্রদেরকে পরাজিত করলাম। চার ফারসাখ দূর পর্যন্ত তাদেরকে হত্যা করলাম। আর আমরা প্রচুর ধনসম্পদ পেলাম। তা নিয়ে পরামর্শ করা হলো। সেনাপতি ইয়াদ আমাদেরকে পরামর্শ দিলেন যেন আমরা মাথা প্রতি দশটি করে দিই। আবু উবাইদা বললেন, আমার সাথে বাজি ধরবে কে? এক যুবক বললেন, আপনি যদি রাগ না করেন তবে আমি বাজি ধরবো। এরপর সে আবু উবাইদার আগে চলে গেল। আমি দেখলাম, আবু উবাইদা তার পেছনে একটা আরবীয় ঘোড়ায় চড়ে ছটছেন এবং তার চুলের গোছা দুটো লাফাচ্ছে।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

🗕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন